ইত্তেফাক

তারিখ 02 MAR 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

কৃষি সংক্রান্ত পাঠক্রম প্রবর্তনের পরীক্ষায় ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক

সম্প্রতি কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনদিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামে আমরা কিভাবে খাদ্য, পশু-খাদ্য ও জ্বালানি শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হব তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে কিভাবে দেশে বেকারত্ব ঘুচানো সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সিম্পোজিয়ামের শেষ অধিবেশনে কতিপয় বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ যেমন ভাতের বিকল্প হিসেবে আলুর বহুল ব্যবহার, বাঁধ এবং রাস্তার ধারে ব্যাপক বনায়ন, পুষ্টিসমৃদ্ধ ডাল, তেলবীজ, ফল, সবজি ও গো-খাদ্য উৎপাদনে ঘাস ও প্রান্তিক জমির ব্যবহার, মাছ চাষের উন্নয়নের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহারে সীমিতকরণ ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে প্রায় সকলের মনে এই প্রশ্নই জাগে যে, কৃষি, মৎস্য, মুরগি ও পশু সমষ্টির উন্নতিকল্পে প্রতি বছর সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের খাদ্যের ঘাটতি, বেকারত্বের প্রকটতা এবং জ্বালানির অভাব তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করছে। এর সোজা অর্থ এই যে, প্রস্তাবগুলোর প্রকৃত বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এদিকে রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রায়শঃই আমাদের পতিত জমির আবাদ, মজা পুকুরের সংস্কার এবং বৃক্ষ রোপণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় না যে, কেউ এই উপদেশগুলোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। কারণ পরিণত বয়সে উপদেশ দ্বারা কাজ হয় না। এর জন্য চাই অনুশীলন ও অভ্যাস আর অভ্যাস কেবল শিশু ও কিশোর বয়সেই গড়ে উঠতে পারে অনুশীলনের মাধ্যমে। এ জন্যেই প্রয়োজন কৃষি সংক্রান্ত পাঠমালা। যা'তে ছেলেমেয়েদের জন্যে কৃষির উন্নতি সম্পর্কিত পাঠমালা সিলেবাস সন্নিবেশিত করা হয় এবং পাঠের শেষে এগুলো হাতে-কলমে শেখানোর বন্দোবস্ত করা হয় তবে নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকাকালীন এসব তথ্যই শুধু জানবে না স্কুল ছাড়ার পর তারা জীবনে এগুলো কাজে লাগাবে। অধ্যাপক আহমদ শামসুল ইসলাম দিনাজপুর এলাকায় একটি সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করে জানান, আলু সম্বন্ধে যদি একটি পাঠ তৃতীয় শ্রেণীর কোন একটি পাঠ্য বিষয়ে সংযুক্ত হয় তবে শিশুরা আলুর উপকারিতা সম্বন্ধে জানবে এবং আলুকে যে প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় তাও উপলব্ধি করবে। যখন তারা জানবে যে, পৃথিবীর নানাদেশে আলু প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয় তখন তারাও আলুকে ভাতের বদলে খাবার চেষ্টা করবে। সবুজ সার সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীতে সবুজ সারের উপকারিতা ও চাষ সম্পর্কে বলা যেতে পারে এবং তাত্ত্বিক ক্লাসের পরে তাদেরকে দিয়ে স্কুল প্রাংগণে সবুজ সারের চাষ করানো যেতে পারে এবং তারা যাতে তাদের ক্ষেতে-খামারে ও বাড়ীর সীমানার চারিদিকে এসব গাছ লাগায় তার জন্যে উদ্যোগ নিতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এসব জন্মিয়ে তারা যদি স্কুল জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তবে বড় হয়ে নিশ্চয় তারা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে সবুজ সার প্রয়োগে সচেষ্ট হবে অথবা ইঁদুর শস্যের যে বিরাট ক্ষতি সাধন করে নীচু কোন শ্রেণীর পাঠ মালাতে তা' বিষয়বস্তু হতে পারে এবং এ পাঠের সংগে ইঁদুর কি করে মারতে হয় তার কৌশল যদি ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় তবে তারা ইঁদুরকে শত্রু ভাববে এবং এই সর্বনাশী ক্ষুদে জানোয়ারকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলতে দ্বিধা করবে না। কিংবা উঠানের এক কোণে গর্ত করে ঝরা-পাতা ও আবর্জনা দিয়ে কিভাবে পাতার সার তৈরী করা যায় সে সম্পর্কে একটি পাঠ থাকতে পারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে। যাতে তারা এভাবে সার তৈরী করতে অভ্যস্ত হয় সেজন্য তাত্ত্বিক ক্লাসের পর তাদের এই কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে। এভাবে প্রশিক্ষণ পেলে বড় হয়ে পাতার সার বানাতে তারা কখনও ভুলে যাবে না। এবং মজা পুকুর সংস্কার সম্বন্ধে একটি পাঠ যে কোন উঁচু শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং তাদেরকে দিয়ে হাতে-কলমে এ কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন, কোন কোন পরীক্ষামূলক স্বেচ্ছাসেবী স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজের হাতে জমিতে চাষ করে, হাঁস-মুরগি পালে এবং উৎপাদিত সামগ্রী দ্বারা কেবল নিজেদের চাহিদাই মিটায় না, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বিক্রি করে বিদ্যালয়ের খরচ যোগাড় করে।

ছেলেমেয়েদের দ্বারা ক্লাসে এসব কৌশল শিখানো এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। প্রত্যেক উপজেলাতে এখন বিভিন্ন বিষয়ে যেমন কৃষি, পশু ও মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি সরকারী বিভাগের শাখা আছে। এসব বিভাগের পারদর্শীদের আমন্ত্রণ জানালে তারা খুশী হয়ে স্কুলে এসে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন কৌশল শিখিয়ে দেবে। অনুরূপভাবে বনবিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তায় ছেলেমেয়েরা তাদের নিজ নিজ স্কুল প্রাঙ্গণে এবং বাড়ীর আংগিনায় ছায়াতরু ও ফলের বৃক্ষ রোপণ ও তাদের পরিচর্যা করা শিখতে পারে। এদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উঁচু শ্রেণীর একটি পাঠের বিষয়বস্তু হতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে নদীর বাঁধে, রাস্তা ও রেললাইনের দু'পাশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাকায় খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এ ধরনের গাছ লাগানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে কচুরিপানার অপকারিতা এবং শস্যের শত্রু এই জলজ উদ্ভিদকে কিভাবে আমাদের উপকারে যেমন—পশু খাদ্যের অন্যতম উপাদান ও বায়োগ্যাস তৈরীতে কাজে লাগানো যেতে পারে সে সম্পর্কে একটি পাঠ উঁচু কোন ক্লাসের সিলেবাসে স্থান পেতে পারে। বিশেষ চুলার সাহায্যে জ্বালানি কাঠের আরও উন্নততর ব্যবহার এমনকি বায়োগ্যাস সম্বন্ধে একটি পাঠের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করা যায় যাতে তারা উত্তর-জীবনে বিশেষ চুলা ও বায়োগ্যাস ব্যবহার করে জ্বালানির অভাব দূর করতে এগিয়ে আসে।

পাঠ্যক্রমে আরও অনেক সমস্যার কথা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের ইংগিত অন্তর্ভুক্ত করা যায়, গবাদিপশুর ফুট ও মাউথ রোগের লক্ষণসমূহের সনাক্তকরণ ও তার প্রতিকারের উপায়, হিসপার আক্রমণের সময় পতংগগুলি ধানগাছ থেকে সরাসরি বাছাইকরণ ও তার ধ্বংস সাধন, পাটের কাণ্ড-পচা রোগের মড়ক ও বর্ষা মৌসুমের বিশেষ দিনগুলির সংগে এর সম্পর্ক এবং তার প্রতিকার (যে বর্ষার সকালে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও গরম অসহ্য হয়ে ওঠে সাধারণতঃ সে সময়টাতে পাটের কাণ্ড-পচা রোগ মড়ক আকারে দেখা দেয়। অন্যদিকে উঁচু ক্লাসের একটি পাঠে অর্থনীতির কতগুলি সহজ কথা এবং তার সঙ্গে ছোট পরিবারের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে বলা যেতে পারেঃ যেমন বাজারে কোন সামগ্রীর পরিমাণ যদি ১০টি এবং ক্রেতার সংখ্যা ২০ হয় তবে সেই পণ্যের দাম বাড়বে যার বিপরীত অবস্থায় এর দাম কমে যাবে। এভাবে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ছোট পরিবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হবে। স্কুল জীবনের এইসব শিক্ষা তাদের কর্মজীবনে প্রতিফলিত হতে বাধ্য। ছোট পরিবার হলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সহজে অর্জিত হবে।

এজন্য সংশ্লিষ্ট মহলের উপরের পরামর্শ গ্রহণ করা সাপেক্ষে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি গবেষণা কাউন্সিল তত্ত্বাবধানে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হতে পারে। কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ দ্বারা উপরোক্ত কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে কি কি বিষয় সন্নিবেশিত করা যেতে পারে তার একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন। এই কমিটির দ্বিতীয় কাজ হবে বিশেষজ্ঞ দ্বারা সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করানো। প্রত্যেক প্রবন্ধের দুটি অংশ থাকবে—তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। তা'ছাড়া শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা রচনা করারও বন্দোবস্ত করবেন এই কমিটি। এসব প্রবন্ধ লেখার জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ পাওয়া যাবে দেশে। বর্তমানে এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি অবসর গ্রহণ করে বসে আছেন। তাঁদেরকেও অনায়াসে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অবসর গ্রহণের পর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। আমরা মনে করি বিদেশী বিশেষজ্ঞ এই কাজের জন্য উপযুক্ত হবে না। এ কাজে বরং উপজেলার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞকে তাদের বিভাগের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া যাতে করে তারা ঐ এলাকার স্কুল ও মাদ্রাসায় পূর্ব নির্ধারিত দিনে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসতে পারেন।

এ কমিটির চতুর্থ ও শেষ কাজ হবে প্রতি বছর এ সিলেবাসগুলির মূল্যায়ন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন। বাংলাদেশে ৪৫ হাজারের উপর স্কুল ও মাদ্রাসা আছে। পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের কিছুটা অংশ বদলিয়ে অথবা সংযোজনের মাধ্যমে সিলেবাসকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উপযোগী করা যেতে পারে।